65

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

মাদ্রাসা শিক্ষা কি সেকেলে?

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

॥ ১ ॥

দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান কোন সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। সমাজে যোগ্য ও আদর্শ মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সঃ) যে মহান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে গেছেন তা-ই যুগ যুগ ধরে "মাদ্রাসা শিক্ষা" নামে পরিচিত। বর্তমানে অশান্ত ও অসহিষ্ণু যুগে আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষার জুড়ি নেই বললেই চলে। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ "পড় তোমার প্রভুর-নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন"- এর আলোকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজে প্রসারিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা যে অতীতের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা সূচনা হয়েছিল তা অমুসলিম বিজ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্বীকার করেছেন।

অতীতের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষীদের চারিত্রিক ও আদর্শিক গুণাবলীতে বিকশিত হয়ে বর্তমান যুগেও যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে দেশের অর্থে-সামাজিক চাহিদা পূরণে যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বিত (Integrated) পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সাল থেকে উত্তীর্ণ আলিম বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ মেডিক্যাল কলেজসমূহ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বুয়েটে মেধা ভিত্তিতে ভর্তি হয়ে সুনামের সাথে পড়া শোনা করছে। তাই এককালের গৌরবময় মাদ্রাসা শিক্ষা বৃটিশ শাসনামলে ঝিমিয়ে পড়লেও আজ আর সে অবস্থানে নেই। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা আজ ডিগ্রী নিয়ে শুধু মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে সীমাবদ্ধ নয়। আজ তারা স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করছেন।

॥ ২ ॥

মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ইসলামের উষালগ্নে শিক্ষা বিস্তারকল্পে স্বয়ং মহানবী (সঃ) মক্কা নগরীর ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে "দারুল আরকামে" সর্ব প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেন, যার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সঃ)। মদীনায় হিযরতের পরে মসজিদে নববী সংলগ্নে "মাদ্রাসা-ই-সুফ্‌ফা" নামে আবাসিক মাদ্রাসার বন্দোবস্ত করেন। এখানে কুরআন, হাদীস, ফেকাহ, তাজবীদ, ফারায়েজ, চিকিৎসা শাস্ত্র, ও সামরিক শিক্ষা দেয়া হত। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্যও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর- ঘরে একটি মহিলা মাদ্রাসা খোলা হয়েছিল। পরবর্তী সময় ইসলামের প্রসারতা লাভের সাথে সাথে সর্বত্র মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এভাবে মহানবী (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা মসজিদ কেন্দ্রিক চলতে থাকে। উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজের সময়ে মসজিদ ছাড়াও মাদ্রাসার জন্য পৃথক ঘর নির্মাণ করা হয়। তখন ইমাম ও শিক্ষকগণকে সরকারী কোষাগার হতে বেতন দেয়া হত। পরবর্তীতে ...বাসীয় শাসনামলে নিশাপুরের নিজামিয়া ...দ্যালয়, বাগদাদের মুস্তানসারিয়া ...ালয়, মিশরের আল আজহার ...সয় এবং স্পেনের কর্ডোভা ...য়- এর মত উল্লেখযোগ্য ... গড়ে উঠে। ইবনে খালদুন, ...ইবনে রুশদ, আল কিন্দি, ...ল রাজী, আল গাজ্জালীর ...বিত্রগণ এসব

উপ-মহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে মুসলমানগণ এ অঞ্চলে শিক্ষার আলোর মশাল বয়ে নিয়ে আসেন। প্রথমে তাঁরা মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। মুসলমি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিস্তীর্ণ এলাকায় অসংখ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাঁরা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা দিতেন এবং সবাইকে উদারভাবে জ্ঞানান্বেষণের জন্য আহবান করতেন। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, রামপুর, মাদ্রাজ, হুগলী ও ঢাকাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার্থে অগণিত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান লাখেরাজ, ওয়াকফ, হেবা সম্পত্তি এবং সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হত। অনুরূপভাবে আমীর ওমরাহ তথা স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মক্তব ও মাদ্রাসা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ম্যাক্সমুলারের এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই ৮০ হাজার মক্তব ছিল। তার মতে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ৪০০ জনের জন্য একটি করে মক্তব ছিল।

"শিশুদের জন্য বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন এ শতাব্দীর মধ্যে শিশু মৃত্যু একতৃতীয়াংশ হ্রাস, শিশুর অপুষ্টির হার অর্ধেক হ্রাস, পোলিও উচ্ছেদ এবং সকল শিশুর জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বের অধিকাংশ জাতি ২০০০ সালের মধ্যে এসব আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখন জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে" -ইউনিসেফ
ছবি ইয়োরগান শাইটে

ঔপনিবেশিক শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষাঃ

১৭৫৭ খৃঃ বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ১৭৬৫ খৃঃ সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পরে ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে এদেশের প্রচলিত মক্তব ও মাদ্রাসাগুলি বিলুপ্ত অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ স্কুলে রূপান্তরিত হয়। এ সম্পর্কে এডাম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করলে দেখা যায় যে, এ দেশে অভিযান চালিয়ে ফার্সী ও আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চালু করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক লক্ষ মাদ্রাসা ধ্বংস করে দেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য হারা মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পংগু ও সর্বস্বান্ত করে দেয়া এ সম্পর্কে মেকলে বলেন :- We prepare a class of Indians, who will be Indians, in blood and colour, but European in taste and thought. অনুরূপভাবে হান্টার সাহেব ও শত শত বছরের শাসকজাতি মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব ও নির্মূল করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' পুস্তকে লিখেছেন : "ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি এবং যেইমাত্র ঐ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট লোক শিক্ষিত হয়েছে তখনই আমরা পুরনো মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আর তাতে মুসলমান যুবকদের সামনে কর্ম সংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে"। উল্লেখ্য, এহেন ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়া গ্রহণের ফলে ঐ সময় শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ৭ লক্ষাধিক মুসলমান চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যায়। এভাবে ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য মুসলিম প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের নামে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যার অভিশাপ থেকে আজও মুসলমানগণ মুক্তি পায়নি।

রাজ্য হারা মুসলমানদেরকে পদানত ও দুর্বল করার জন্য ইংরেজরা দু'টি পন্থা অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল—শিক্ষা ও চাকরি হতে মুসলমানদের বিতাড়ন, আর দ্বিতীয়টি ছিল-আর্থিক ও কৃষ্টির দিক দিয়ে মুসলমানদের পংগু ও সর্বস্বান্ত করে দেয়া। অবশ্য এ দু'টি কাজেই তারা সাফল্য অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ ভারতের ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই তখনকার মুসলমানদের জাতীয় সত্তার কবর রচনার প্রয়াস পেয়েছিল। মুসলমানদের হেবা, ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে, ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল এদেশে প্রচলিত ইসলামী আইন বাতিল করে ইউরোপীয় আইন চালু করা এবং মুঘল রাষ্ট্রভাষা ফার্সী তুলে দিয়ে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করা। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে এ দু'টি কাজে হাত দেওয়া আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকারকে ভারতের প্রচলিত রাজভাষা ফার্সী এবং ইসলামী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন চালু রাখতে হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার মুসলমানদের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙ্গে যায়। ফলে রাজকার্য পরিচালনায় ফার্সী জানা যোগ্য লোকের অভাব দেখা দেয়। এদিকে কলিকাতার বঞ্চিত মুসলমানগণ ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাছে সরকারী অর্থানুকূল্যে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দাবী জানালে হেস্টিংস এ সুযোগে একঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থা করে ১৭৮০ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে একদিকে মুসলমানদের আপাততঃ খুশী করার ব্যবস্থাও হল অপরদিকে ইংরেজ সরকারের অফিস পরিচালনার কাজেরও সুবিধা

কিন্তু ইংরেজরা এ সময় মিশনারীদেরকে দিয়ে দ্রুতগতিতে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকেন। এভাবে যখন যথেষ্ট সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষিতদের আবির্ভাব হল তখনই লর্ড মেকলের উদ্যোগে ১৮৩৫ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় এবং ১৮৬০ সালে ইসলামী আইন তুলে দিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনসহ ইংরেজ প্রবর্তিত বিভিন্ন আইন এদেশে চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে, এহেন বিপদ সংকুল অবস্থার মধ্যেও মুসলিমগণ তাঁদের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ছেড়ে দেননি। তাঁরা মুসলিম ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ঈমানের গরজেই মাদ্রাসা শিক্ষা আঁকড়ে থাকেন।

১৭৮০ হতে ১৯২৭ খৃঃ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের খৃষ্টান সদস্যদের দ্বারা কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা পরিচালনা করেন। অতঃপর শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন এম, এ, আই, ই, এস, প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পেয়ে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদ্রাসা একজামিনেশন নামে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা) কে পদাধিকারবলে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে পদাধিকারবলে রেজিস্টার নিয়োগ করা হয়েছিল। বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব ছিল কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাস অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিকে মঞ্জুরী প্রদান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা ও পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরকে সনদপত্র প্রদান। বলা বাহুল্য আজকের "মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা" এবং স্বায়ত্তশাসিত "বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড" তদানীন্তন কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা ও সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদ্রাসা একজামিনেশনেরই পরিবর্তিত রূপ।

পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ

১৯৪৭ খৃঃ দেশ বিভাগের পরে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও আসবাবপত্রাদি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে কতিপয় কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়।

এ সব কমিশন/কমিটিগুলি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে যেসব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ

(১) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসিত করা।
(২) ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
(৩) মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা।
(৪) মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ শিক্ষার সমান দেয়া।
(৫) সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর বিন্যাস করা।
(৬) মাদ্রাসার জন্য স্বতন্ত্র অধিদপ্তর সৃষ্টি করা।
(৭) মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকল্পে স্বতন্ত্র ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

তবে তথ্যাভিজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন যে, গোটা পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় তিমিরেই ছিল। এ সময় কমিটি ও কমিশন গঠনের নামে কালক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। নামমাত্র সরকারী সাহায্যের সাথে দাতা দয়ালু ব্যক্তিদের দান-খয়রাত, যাকাত ফেৎরা ইত্যাদি দ্বারা মাদ্রাসাগুলি কোনরকম পরিচালিত হত। জীবিকার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের দান সাদকার উপর নির্ভর করতে হত।

চলবে